~6/3/2005

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃঃ 7 কলাম 6

মাদ্রাসায় ব্যাপক নকল, এইচএসসিতে কমেছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ গতকাল আলিম ও ফাজিল পরীক্ষায় বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক নকল হয়েছে; কিন্তু এইচএসসি পরীক্ষার ৫ম দিনে নকলের মাত্রা অনেক কমে এসেছে। অনেক স্থানেই কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তবে কিছু জায়গায় সংঘর্ষ ও শিক্ষককে মারধর করা হয়েছে।

উল্লাপাড়া প্রতিনিধি ঃ শিক্ষক প্রহার, ধাওয়া-পালটা ধাওয়া ও ব্যাপক সহিংসতার মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার উল্লাপাড়ায় এইচএসসির পরীক্ষার ৫ম দিনে অর্থনীতি ১ম পত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। গত সোমবার কয়েক ঘণ্টার নোটিশে উল্লাপাড়া মার্চেন্টস পাইলট স্কুল ভেন্যু থেকে সরকারি আকবর আলী কলেজের মানবিক বিভাগের পরীক্ষার্থীদের সিট ২য় দফা পরিবর্তন করে বিজ্ঞান কলেজ কেন্দ্রে নিয়ে আসার পর গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টায় বিজ্ঞান কলেজ গেটে পরীক্ষার্থীদের হলে প্রবেশের আগে দেহ তল্লাশি করতে গেলে এই গোলযোগের সূত্রপাত হয়।

মাদ্রাসা ঃ নকল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিজ্ঞান কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা মূল গেট থেকে হল পর্যন্ত ৩ দফায় পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি শুরু করলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পরীক্ষার্থীরা বহিরাগতদের সহযোগিতায় এই কলেজের অধ্যক্ষ আহম্মদ হালিম মোজহারের অফিসে হামলা চালায়। তারা অধ্যক্ষকে মারপিট করে। এ সময় শিক্ষকরা অধ্যক্ষকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে পরীক্ষার্থীরা তাদেরকেও বেদম প্রহার করে। এতে বিজ্ঞান কলেজের প্রভাষক আবু সাঈদ, রফিকুল ইসলাম, ফিরোজ রশিদ, সামছুল হক এবং উল্লাপাড়া কলেজের প্রভাষক কে এম জহুরুল হক ও আবদুল মজিদ আহত হন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিজ্ঞান কলেজ ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। উত্তেজিত পরীক্ষার্থীরা অধ্যক্ষের কক্ষ ও অ্যাকাডেমিক ভবনের জানালা, দরজা, আসবাবপত্র ও ফুলের টপ ভাঙচুর করে। এরপর পরীক্ষার্থীরা অদূরবর্তী আকবর আলী কলেজ কেন্দ্রে প্রবেশ করলে সেখানে বিজ্ঞান কলেজের পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের ধাওয়া-পালটা ধাওয়া হয়।

মানিকগঞ্জ থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ জেলার ১০টি পরীক্ষা কেন্দ্রে কড়াকড়ি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে। কোথাও কোন পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে অভিভাবকের ভিড় নেই। হঠাৎ কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে গেলে লাল পতাকা আর পুলিশ প্রহরা না দেখলে বোঝারই উপায় নেই এটা কোন পরীক্ষা কেন্দ্র। হলের ভেতরে নকল করার কোন রকম চেষ্টা কেউ করলেই সাথে সাথে তাকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১১টি কেন্দ্র থেকে ৪০ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

গতকাল শিবালয় উপজেলার মহাদেবপুর কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেল বাইরে একজনও দর্শনার্থী কিংবা অভিভাবক নেই। তিনটি কক্ষে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮৬ জন। কক্ষে পরিদর্শক রয়েছেন। এর ওপর শিবালয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখছেন প্রতিটি কক্ষের দিকে। এরপর সাড়ে ১১টার দিকে এলেন মানিকগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং পুলিশ সুপার।

এইচএসসি পরীক্ষা সিঙ্গাইর কেন্দ্রের একটি কক্ষ থেকে উত্তরপত্র (অব্যবহৃত) চুরির নায়ক ছাত্রলীগ নেতা পরীক্ষার্থী মাসুদ রানাকে পুলিশ তিনদিন পরেও গ্রেফতার করতে পারেনি।

ইংরেজি ২য় পত্রের পরীক্ষার দিন সিঙ্গাইর কলেজ কেন্দ্রের একটি কক্ষ ওই পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। পরে সুযোগ বুঝে অব্যবহৃত একটি উত্তরপত্র চুরি করে নিয়ে যায় ওই পরীক্ষার্থী। খাতার হিসাব মেলাতে গিয়ে ধরা পড়ে একটি মূল উত্তরপত্র পাওয়া যাচ্ছে না। ওই দিন তাৎক্ষণিকভাবে কলেজ কর্তৃপক্ষ বেমালুম চেপে যান ঘটনাটি। ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে রাতে মাসুদ রানার বাড়ি গিয়ে খাতাটি উদ্ধার করেন কলেজ কর্তৃপক্ষ।